৪র্থ কর্পোরেশন সভা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন
৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৪র্থ কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	১৪/০৬/১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৯/০৯/২০১৫খ্রিঃ
সময়	ঃ	বেলা ১১ : ০০ টা
স্থান	ঃ	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, (বাড়ী নং-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সবাইকে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন আমরা সবাই মিলে আল্লাহর রহমতে ভালোভাবে ঈদ পালন করেছি। এই প্রশংসার দাবীদার মূলত কাউন্সিলরবৃন্দ, কর্মকর্তা কর্মচারীগণ, পিসিএসপি ও ক্লিনারবৃন্দ। ডিএনসিসির কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনবাসী বলেছে ডিএনসিসি ভালো করেছে। এক্ষেত্রে আমরা এবার নতুন কিছু কার্যক্রম চালু করেছি। এর মধ্যে একটি হলো নির্দিষ্ট স্থান/মাঠের কর্ণারে কোরবানী করা। এটাতে আমরা পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারি নাই তবে আমাদের ভালো আইডিয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষে যদি অবিচল থাকতে পারি তাহলে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করা সম্ভব হবে। ট্রান্সফার ষ্টেশনের জন্য নতুন ৩৮টি জমি ইনশাল্লাহ পেয়ে যাব। অল্পদিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে। মাত্র ২ দিনে আমরা ঢাকা শহর'কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি। আমরা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যে কোন ভাবে সড়কে বর্জ্য ফেলতে দেব না। আপনাদের বিভিন্ন এলাকায় কাজগুলো শুরু হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু হবে, কোয়ালিটি ভালো করতে হবে। গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২ একর জমি প্রদানের জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী'কে রাজি করিয়েছি। জমিটা যদি নিতে পারি, তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের একটা বড় কাজ হবে। কারওয়ান বাজারের পাইকারী কাঁচা বাজার তুলে দিতে হবে। গত সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। আমার সাথে কর্ণেল ফারুক, ডঃ রাজ্জাক এবং ডিএসসিসি'র মেয়র ছিলেন। কয়েকটি বিষয়ে তিনি খুবই কনসার্নঃ যেমন কারওয়ান বাজার এলাকায় নতুনভাবে একটি কর্পোরেট হাব তৈরী করা; তেজগাঁও ট্রাক ষ্টান্ড কে একটি নিয়মতান্ত্রিক অবস্থায় নিয়ে আসা ইত্যাদি। ঐ এলাকায় কাগজপত্রে সরকারি জমি অপদখলের যে সব রেকর্ড আছে সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা দেখেছেন, আমরা যে এলাকার সমস্যা, সে এলাকার কাউন্সিলর'কে প্রধান দায়িত্ব দিয়ে চারপাশের কয়েকজন কাউন্সিলর'কে নিয়ে কাজ করছি। আমরা রেল মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। সড়ক থেকে ট্রাক সরানোর ব্যাপারে তাদের নিয়ে কাজ করছি। ঢাকা শহরে যে প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যাম, এতে কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলরগণের কোন অফিসিয়াল দায়িত্ব নেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গালি খেতে হয় কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণকে। আব্দুল্লাপুর থেকে হাতিরঝিল পর্যন্ত ট্রাফিক সিগন্যাল থাকবে না। আমরা কিছু U লুপ করতে চাই। আমরা ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্টদের সাহায্য নিয়েছি। বিশ্বে রিসার্চ ও ডেভলপমেন্টে সবচেয়ে বেশি খরচ হয়। অনেক সময় বিলিয়ন ডলার খরচের পরে যুগান্তকারী কোনকিছু আবিষ্কৃত হয়। আমাদের এ কাজটি করতে হয়তো কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে। আমরা মনে করি সফল হবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লুপের আইডিয়া জানাই, তিনি সম্মতি দেন। আমাদের সবার লক্ষ্য একটাই, মানুষ যেন আমাদের প্রশংসা করে। এটাই আমার এবং আমাদের স্বপ্ন। বোর্ড মিটিং এ বসলে আপনাদের সাথে আলোচনাটা হয়। পাবলিক টয়লেট বলেন, পার্ক ম্যানেজমেন্ট বলেন সব কাজেই অল্প অল্প করে এগিয়েছি। যখন ম্যাচিউর হয়ে

আসবে, তখন ডিটেইলস আলোচনা করবো। আমরা এখন আমাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী (ক) ঃ বিগত ২৯/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখের ৩য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ ঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২৯/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ৩য় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ৩য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ৩য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী (খ) ঃ জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক "Champions of The Earth" পদকে ভূষিত হওয়ায় গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'কে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক **"Champions Of The Earth"** পদকে ভূষিত হওয়ায় মাননীয় মেয়র সর্বপ্রথম তাঁকে সংবর্ধনা দেয়ার বিষয়টি মননে আনেন এবং পরবর্তীতে ডিএসসিসি'র মেয়র এর সাথে আলোচনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেশে প্রত্যাগমণের পর তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়ার ব্যাপারে উত্তর/দক্ষিণ দুই কর্পোরেশনই যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাননীয় মেয়র এর সাথে আলোচনা মত গণতন্ত্র চর্চার প্রধান পাদপীঠ **"জাতীয় সংসদ ভবন"** এর দক্ষিণ প্লাজাসহ সম্মুখের মাঠে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে যোগাযোগ করার ফলশ্রুতিতে সংসদ সচিবালয় সম্মতি দিয়েছে এবং ০৫/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখ বেলা ৩ : ০০ টা থেকে ৬ : ০০টা পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'কে সংবর্ধনা দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি মাননীয় মেয়র ও কাউন্সিলর বৃন্দের মতামত আহ্বান করেন।

মাননীয় মেয়র বলেন, আমেরিকা যাওয়ার আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'কে প্রপোজ করি আপনাকে আমরা নাগরিক সংবর্ধনা দিতে চাই। তখন ডিএসসিসি'র মেয়র এবং রাজ্জাক সাহেব দুজনই ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনেই ডিএসসিসি'র মেয়র'কে বললাম আমরা এটা করতে চাই এবং করবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন একসাথে করা ভালো। আমরা সাউথ প্লাজা পেয়েছি, ৫ অক্টোবর বেলা ৩ : ০০ টা। আমরা সবাই মিলে প্লান করেছি ওখানে ৩০/৪০ হাজার মানুষ'কে বসানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু বিষয়টা শৃঙ্খলায় রাখতে হবে। কাউন্সিলরবৃন্দ একযোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দক্ষিণ প্লাজায় নাগরিক সংবর্ধনা প্রদানে স্বাগত জানান।

আলোচ্যসূচী (গ) ঃ স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, স্থায়ী কমিটি সমূহের মধ্যে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি পূর্বেই অনুমোদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টি ও অন্য ২টি কমিটি এবং এর বাইরে এআরবি বোর্ডসহ ২৪টি কমিটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে, কমিটি গুলোর মেয়াদ আড়াই বছর। সর্বসম্মতিক্রমে কমিটিগুলি অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী (ঘ) ঃ ফুটপাথ/ডিএনসিসি'র জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করণ ঃ

আলোচনার সূত্রপাত করে মাননীয় মেয়র বলেন, হাঁটার জন্য ফুটপাথ, অভিজ্ঞতা বলে ফুটপাথ অবৈধ দখল মুক্ত করার পর কেউ না কেউ থাকেন যাদের প্ররোচনায় তারা আবার বসে। একটি হতে পারে আমরা কোন ভাবে সড়ক/ফুটপাথে কাউকে বসতে দেব না। ঐ এলাকার সম্মানিত কাউন্সিলর বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। হতে পারে আমরা তাদের জন্য নাইট মার্কেট করতে পারি। হতে পারে আমরা হলিডে মার্কেট করতে পারি। এ বিষয়ে তিনি কাউন্সিলরবৃন্দকে আলোচনার আহবান জানান।

(১) **জনাব হাবিবুর রহমান, কাউন্সিলর,** ওয়ার্ড নং-৩২ ঃ সভায় উপস্থিত মাননীয় মেয়র, সন্মানিত কাউন্সিলর ও ডিএনসিসির কর্মকর্তাগণ'কে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা জানান। তিনি পবিত্র হজ্জ পালনকালীন মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী হাজ্বীগণের স্মরনে ১ মিনিট দাড়িয়ে নিরবতা পালন ও নিহত হাজী সাহেবদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মুনাজাতের প্রস্তাব করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে **"চিত্র গাঁথায় শোক গাথা"** সফলভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তিনি মাননীয় মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সবাই'কে ধন্যবাদ জানান। হুমায়ুন রোড, আসাদ গেটসহ সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্ব পরিকল্পিত স্থান, রাজউক প্লান দিয়েছে। নীচতলায় শুধু কার পার্কিং কিন্তু আমরা দেখি আমাদের ৩২নং ওয়ার্ড পুরোটা মার্কেট হয়ে গেছে। ট্রেড লাইসেন্স দেয়া হয়না কারণ হচ্ছে ২০০৭ সাল থেকে আবাসিক বাড়িগুলোর কোন ট্রেড লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে না। আবাসিক বাড়িগুলো কেন কমার্শিয়াল হবে। আমাদের সামাজিক যে অবস্থান, আমরা জনগণ'কে সচেতন করবো, সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করবো। অনেক সময় নানা অজুহাতে ফুটপাথ/সড়কের অবৈধ দখল উচ্ছেদকালে পুলিশ পাওয়া যায় না। তবে অবৈধ দখলদারদের জন্য সান্ধ্য বাজার বা অন্য কোনভাবে তাদের'কে পুনর্বাসিত করতে হবে।

(২) **মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন তিতু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১২** ঃ প্রথমেই পবিত্র ঈদ-উল-আযহার কোরবানীর বর্জ্য ও রক্ত অপসারণের কাজটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনবাসী, মাননীয় মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দসহ বর্জ্য ক্লিনারদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা যদি ফুটপাত দখলমূক্ত করতে পারি, তা একটা কাজের কাজ হবে। আমাদের এই বিষয়টির উপর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সকল'কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

(৩) **মোঃ জামাল মোস্তফা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪** ঃ ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে এলাকা ভিত্তিক পশু জবাইয়ের স্থান নির্ধারণ করায় মেয়র মহোদয়ের যুগান্তকারী পদক্ষেপ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। সেকশন-১৩ এর বিভিন্ন সড়কে বৈদ্যুতিক পোল ও টেলিফোনের পোল দন্ডায়মান আছে। যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে এ পোলগুলো দ্রুত স্থানান্তর করে ফুটপাত সংলগ্ন স্থানে নেয়া প্রয়োজন। ৪নং ওয়ার্ডের ১৩ ও ১৪ নং সেকশন আবাসিক এলাকার নকশা করার সময় সবুজায়নের জন্য সড়কের বিভিন্ন স্থানে/কর্ণারে কিছু জায়গা রেখে দেয়া হয়েছিল যা পকেট ল্যান্ড হিসেবে পরিচিত। সড়কগুলো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন'কে হস্তান্তর করা হলেও সবুজায়নের জন্য নকশায় চিহ্নিত স্থানগুলো অর্থাৎ পকেট ল্যান্ডগুলো সিটি কর্পোরেশন'কে হস্তান্তর করা হয়নি। পকেট ল্যান্ডগুলো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন'কে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। ঢাকা ওয়াসা আমার এলাকায় নতুনভাবে পানির লাইন স্থাপন করেছে। পানির লাইন বিভিন্ন স্থানে লিকেজ থাকায় পাকা রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। হলিডে মার্কেট করে হকার পুনর্বাসন করা জরুরি।

(৪) **শাহানাজ পারভীন মিতু, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১ (ওয়ার্ড-১, ১৭ ও ১৮)** ঃ আমরা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোরবানীর বর্জ্য দ্রুত অপসারণ করতে পেরেছি; আমরা কিছুটা হলেও ভালো কাজ করতে পেরেছি। ডিএনসিসির জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করনে তিনি একমত পোষণ করে বলেন, অনেক অবৈধ দোকান-পাট, বাজার আছে। যে সব জায়গায় উচ্ছেদ করা হয়, সে সব জায়গায় এখানে; "ময়লা ফেলা যাবে না" "দোকান বসানো যাবে না" এ ধরণের সাইনবোর্ড দিলে ভাল হয়। জায়গা খুঁজে হলিডে মার্কেট, নাইট মার্কেট, স্থাপন সাপেক্ষে ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদ করে, রাজউক কলেজের সামনে বিডিআর বাজারটির জায়গা নিয়ে সিটি কর্পোরেশন মার্কেট করে অবৈধ দোকান মালিকদের পূনর্বাসন করা যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "চ্যাম্পিয়ান অফ দ্যা আর্থ"** পদক প্রাপ্তিতে আমরা একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যাচ্ছি। ০৫/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠান সফল করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবো।

(৫) **ডাঃ জিন্নাত আলী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** ঃ মেয়র মহোদয় আপনি ডায়নামিক লীডার, আমরা যারা কাউন্সিলর, আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠা চাই। আপনি ওয়ার্ক আউট করেন; কিভাবে আপনি আমাদের দিয়ে কাজ করাবেন, আমরা Spontineously সে ভাবে কাজ করবো। আপনার যে চিন্তা ভাবনা আছে, সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। ফ্লাইওভারের পার্শ্বের খাল করার জন্য কিছু খালি জায়গা আছে। জায়গাটা রাজউকের বিউটিফিকেশনের মধ্যে আছে, ঐ জায়গাটায় ফ্লাইওভারের নীচে যেখানে ডাম্পিং ষ্টেশন ওখানে একটি কালারফুল ডিসপ্লেয়েবল সানডে মার্কেট করে দেন। একটি অনুরোধ জানাচ্ছি রাজউক কর্তৃক খাল খননের যে প্ল্যান হবে ওখানে ডিএনসিসি'র Involvment থাকতে হবে। কাজটি সুন্দরভাবে করার জন্য লোকাল কাউন্সিলর, এমপি, মেয়র সম্পৃক্ত থাকতে পারি। খাল খননের বিষয়টা বর্তমানে বাস্তবতা পেয়েছে।

(৬) **জনাব তারেকুজ্জামান রাজীব, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৩ ঃ** পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোরবানী বর্জ্য ৩৬ ঘন্টার মধ্যে অপসারণ করা হবে ঘোষণা দিয়ে ২৬ ঘন্টার মধ্যে অপসারণ করায় ৩৩ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে মাননীয় মেয়র ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা'কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন আমার ওয়ার্ডের ১২০ ফুট রাস্তায় অনেক জায়গায় বাস, ট্রাক রাখা হয়, এতে আপত্তি করলে পুলিশ এ বিষয়ে বাধা দেয়। আবার আমরা কিছু না করলে এলাকাবাসী আমাদের দোষারোপ করেন। আমরা ৪৮ জন কাউন্সিলর রয়েছি; প্রত্যেকে যদি একটি করে ভাল কাজ করি তাহলে আগামী ৬ মাসের মধ্যে সুন্দর ঢাকা মহানগরী গড়ার স্বপ্ন অনেকটা এগিয়ে যাবে।

(৭) **জনাব সালেক মোল্লা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৫ ঃ** প্রথমেই উপস্থিত সকল'কে পবিত্র ঈদ-উল- আযহার শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন মিরপুর ১৪ নং থেকে ভাষাণটেক পর্যন্ত ১২০ ফুট রাস্তার ফুটপাতের পরে ৪০ ফুট জায়গা বনায়নের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। বর্তমানে এগুলো সব অবৈধ দখলে চলে গেছে। ফুটপাথ তো গেছে, ফুটপাতের জায়গাসহ রাস্তার উপরও ৮/১০ ফুট অবৈধ দখলদারদের হাতে চলে গেছে। এখানে যারা পুরানো কাঠ, টিন, রড ইত্যাদির ব্যবসা করছেন তাদের'কে উচ্ছেদ করতে হবে। ফুটপাত দখলমুক্ত করতে হবে; আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা'র সাথে আলোচনাক্রমে ফুটপাত দখলমুক্ত করার জন্য মাইকিং করেছি। বিদ্যুৎ বিভাগে যে ২ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাজ করে সেপ্টেম্বর মাসে তাদের বেতন কর্তন করা হয়েছে। বেতন কর্তনের বিষয়ে আমি পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শক, পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা, সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি।

প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন বিপন কুমার সাহা বলেন, ১৫ নং ওয়ার্ডে ৯ জনের বেতন কর্তন করা হয়েছে ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের সম্মতির ভিত্তিতে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের ২ জনও রয়েছে।

মাননীয় মেয়র বলেন, Conservency যারা করেন আমার ধারনা মতে তারা সবচেয়ে Un-Controlled এবং তারা কাজ করছে কিন্তু আশানুরূপ নয়। জনস্বার্থে নগরীর ময়লা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন রিপোর্ট আসতে পারবে না যে, কাজ হচ্ছে না। এই জায়গায় নগরবাসীর বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কঠিন হতে হবে।

(৮) **জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২২ ঃ** বলেন, অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার ১/২ দিন পর আবার দখল করে নেয়। তাই পুলিশের সহযোগিতায় এলাকার উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালিত হলে সেটা বেশি কার্যকরী হবে।

(৯) **জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম রতন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯ ঃ** বলেন, আমার এলাকায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জায়গা একজন দখল করে আছে। কিন্তু সম্পত্তি বিভাগ কোন উদ্যোগে না নেওয়ায় উক্ত জায়গা দখলমুক্ত করা যাচ্ছে না। আমাকে ৫০ জন পুলিশ দিলে আমি দখলদারদের কাছ থেকে ডিএনসিসি জায়গা দখলমুক্ত করতে পারবো। তাছাড়া অবৈধ দখলদারগণের হস্তক্ষেপে সময় মতো পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

মাননীয় মেয়র, বিলবোর্ড অপসারণ না করা হলে বিলবোর্ড মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে ফুটপাত দখল করে কতজন দোকান করছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করে কোথায় তাদের স্থানান্তর করা যায় সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কাউন্সিলর ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলেন। তাহলে আমরা হলিডে মার্কেট ও সান্ধ্যকালীন মার্কেট করতে পারবো। রিক্সা ভ্যান প্রধান সড়কে চলতে দেয়া হবে না। প্রত্যেক কাউন্সিলরকে তার এলাকার কোন কোন রাস্তা রিক্সামুক্ত করতে হবে তার প্রতিবেদন দাখিলের অনুরোধ জানান।

(১০) **জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯ ঃ** বলেন, প্রায় ১৫০০ এর উপরে হকার্সরা ফুটপাতে ব্যবসা করে আসছে। এই ১৫০০ জনের মধ্যে ৭০০-৭৫০ জনকে স্থানান্তর করা যাবে। যারা নিজেরা কাজ করে তাদের স্থানান্তর করে জায়গার ব্যবস্থা করা যাবে। যারা জায়গা নিয়ে অন্যকে দিয়ে ব্যবসা করাচ্ছে তাদেরকে জায়গা না দেওয়ার জন্য মত প্রদান করেন। তাছাড়া ডিএনসিসি হতে টোকেনের ব্যবস্থা করতে পারলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। আইডি, সচিবালয়ে

প্রবেশের স্থায়ী পাস এবং গাড়িতে ব্যবহারের জন্য মনোগ্রামসহ ষ্টিকার প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তার এলাকায় মশার উপদ্রব বেশী তাই মশার ঔষধ প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

ডাঃ এমদাদুল হক, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঃ বলেন, ডোবা/ঝিলগুলো বেশিরভাগ রাজউকের। আগামী দুই মাসের মধ্যে ডোবা/ঝিলগুলোর কচুরীপানা পরিষ্কার করা হবে।

মাননীয় মেয়র, দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কচুরীপানা পরিস্কার করতে হবে। কাউন্সিলরগণকে এ উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

(১১) রাজিয়া সুলতানা ইতি, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫ (ওয়ার্ড নং-৯, ১০, ১১) ঃ বলেন, দ্রুততম সময়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার কোরবানীর পশু বর্জ্য অপসারণের জন্য তিনি মাননীয় মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সকল'কে ধন্যবাদ জানান। রাস্তা/ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

(১২) জনাব মোঃ মতিউর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬ ঃ তিনি মাননীয় মেয়রসহ উপস্থিত সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। দ্রুততম সময়ে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার কোরবানীর পশু বর্জ্য অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল'কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, বাৎসরিক বাজেট বাস্তবায়নের জন্য তার ওয়ার্ডে কয়েকটি বড় এ্যামাউন্টের প্যাকেজ করা হয়েছে। তার ওয়ার্ডে গলি রাস্তা বেশি উল্লেখ করে তিনি প্যাকেজের পরিমান বাড়ানোর সুপারিশ করেন।

(১৩) শামীমা রহমান, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১০ (ওয়ার্ড নং-২৬, ২৭, ২৮) ঃ মহিলাদের জন্য কি বাজেট রেখেছেন তা মাননীয় মেয়র এর কাছে জানতে চান। ফুটপাত দখলমুক্ত করার জন্য মাননীয় মেয়রকে অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র বলেন ডিএনসিসির জমি দখলমুক্ত করতে হবে। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে লিষ্ট করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন ফুটপাত দখলমুক্ত করার বিষয়ে প্রথমে পুলিশ প্রশাসন পরবর্তীতে ওয়াসা ও রাজউকের সাথে আলোচনা করতে হবে।

(১৪) মাসুদা আক্তার, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৬ (ওয়ার্ড নং-১২, ১৩, ১৪) ঃ আমার এলাকার লোকজন গারবেজ ব্যাগ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছে। সেজন্য মাননীয় মেয়র এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে** সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং নতুন নতুন উদ্যোগ নেয়ার জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানান।

(১৫) জনাব আবুল হাসেম (হাসু), কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩০ ঃ ঘোষিত সময়ের মধ্যে কোরবানীর পশু বর্জ্য অপসারণের জন্য মাননীয় মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। রাস্তা/ফুটপাত দখলমুক্ত করণ, মাদক বিক্রয় ও সেবনের বিরুদ্ধে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

(১৬) জনাব দেওয়ান আব্দুল মান্নান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ ঃ গারবেজ ব্যাগ পেয়ে ওয়ার্ডের জনগন অত্যন্ত খুশি। সেজন্য তিনি মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানান। রাস্তা/ফুটপাত দখলমুক্ত করার বিষয়ে তিনি সকলের সাথে একমত পোষন করেন।

(১৭) জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৭ ঃ অত্যল্প সময়ের মধ্যে কোরবানীর পশু বর্জ্য অপসারনের জন্য মাননীয় মেয়র'কে ধন্যবাদ জানান। আউট সোর্সিং এর ক্ষেত্রে মেয়র মহোদয়'কে ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচী (ঙ) ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মাননীয় মেয়র ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ক্যারিড ওভার প্রকল্পসহ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট দ্রুত উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত বাজেট অনুমোদনের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান প্রকৌশলী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেটের আওতায় সড়ক ফুটপাত ও সারফেস ড্রেন খাতে অঞ্চল ভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করেন ঃ

অঞ্চল	ওয়ার্ড সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের চলমান কাজের বিপরীতে অবশিষ্ট পরিশোধযোগ্য বিল ও অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় (কার্যাদেশ/দরপত্র আহবানের অপেক্ষায় থাকা) (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৬৮.৬৬	৮৬০.৯২	৯২৯.৫৮
২	৮	১৬৪১.১৮	২৪০০.০০	৪০৪১.১৮
৩	১০	২০৭৩.৩২	৩০০০.০০	৫০৭৩.৩২
৪	৭	৪৪৫.৭৩	২১০০.০০	২৫৪৫.৭৩
৫	৯	৭১০.১৯	২৭০০.০০	৩৪১০.১৯
	৩৬	৪৯৩৯.০৮	১১০৬০.৯২	১৬০০০.০০

বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সকলে যথাদ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন করেন।

আলোচ্যসূচী (চ) ঃ রাজস্বদাতাগণ কর্তৃক রাজস্ব সরাসরি জমাকরণের নিমিত্ত ব্যাংক নির্ধারণ ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, রাজস্ব দাতাগণ যাতে নগদ টাকা অফিসে জমা না দিয়ে সরাসরি ব্যাংকে জমা করতে পারেন সে জন্য ব্যাংক নির্ধারণ করা জরুরী। তিনি জানান মধুমতি ব্যাংক এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব দিয়েছে। যাতে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব সংগ্রহ করে জনতা ব্যাংকে মূল একাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে।

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য জনতা ব্যাংক লিঃ, গুলশান সার্কেল-২ কর্পোরেট শাখায় একটি চলতি হিসাব (যা প্রধান হিসাব) খোলা আছে। এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন অঞ্চল সমূহে জনতা ব্যাংকের আরও ১৪ টি শাখায় কালেকশন একাউন্ট আছে। কালেকশন একাউন্ট সমূহে আদায়কৃত অর্থ জনতা ব্যাংক, গুলশান শাখায় স্থানান্তরিত হয়। উল্লেখ্য যে, জনতা ব্যাংক লিঃ ঢাকা মিউনিসিপালিটির জন্ম লগ্ন হতে অদ্যবধি বিনা সার্ভিস চার্জে সেবা দিয়ে আসছে।

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আরও বলেন, মধুমতি ব্যাংক লিঃ কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৩ অফিস এবং বনানী অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়ে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য ২ টি কালেকশন বুথ খুলতে আগ্রহ প্রকাশ করে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন করেছেন। রাজস্ব আদায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে ডিএনসিসি'র ৫টি অঞ্চলেই নগদে অর্থ গ্রহণ না করে ব্যাংকের বুথ খুলে ক্যাশ সংগ্রহ করা উত্তম হবে বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

সরাসরি ব্যাংকে রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত অর্থ জমা করণের বিষয়ে সকলেই একমত পোষন করেন এ ক্ষেত্রে আইন বিভাগের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে মধুমতি ব্যাংকের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচী (ছ) বিবিধ-১ ঃ আদর্শ কর তফসিল ২০১৫ বাস্তবায়ন ঃ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আদর্শ কর তফসিল ২০১৫ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ডিএনসিসিসহ সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য আদর্শ কর তফসিল ২০১৫ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মার্চ ২০১৫ মাসে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লাইসেন্স ও অন্যান্য বিষয়াদি বাস্তবায়ন চলছে। কিন্তু হোল্ডিং ট্যাক্স বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ট্যাক্স (ইমারত কর, সড়ক বাতি কর, ময়লা নিষ্কাশন রেট

এবং স্বাস্থ্য কর) বৃদ্ধি করা হয়েছে। আদর্শ কর তফসিল ২০১৫ অনুসারে হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করে রেট পুনঃনির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ-

আলোচ্যসূচী	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক)	কোন সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় বিগত ২৯/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ৩য় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, সাচিবিক দপ্তর, বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।
(খ)	২০১৫ সালে পবিত্র হজ্জের সময় প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী হাজী ক্রেন দুর্ঘটনায় ও পদদলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় ৪র্থ বোর্ড সভায় তাদের স্মরনে ১ মিনিট দাড়িয়ে নিরবতা পালন ও দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করা হয়।	
(গ)	জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক "Champions of The Earth" পদকে ভূষিত হওয়ায় গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'কে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি যৌথভাবে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করবে। নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে আর্থিক বিষয়াদিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, সাচিবিক দপ্তর, বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
(ঘ)	অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি ২য় কর্পোরেশন সভায় অনুমোদিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ১৫ টি স্থায়ী কমিটি (পরিশিষ্ট-খ) এবং ৫টি অঞ্চলে ৯ টি কর পর্যালোচনা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত (পরিশিষ্ট-গ) হয়।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, সাচিবিক দপ্তর, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।
(ঙ)	ফুটপাথ/ডিএনসিসি'র জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ আগামী ১ মাসের মধ্যে উচ্ছেদ যোগ্য স্থান নিরূপণ করে তালিকা প্রণয়নপূর্বক দাখিল করবেন।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।
(চ)	পকেট ল্যান্ডগুলো ডিএনসিসিকে হস্তান্তরের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
(ছ)	ক্লিনারগণসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত সকলকে এবং অন্যান্য বিভাগের জবাবদিহীতা আরো জোরদার করতে হবে।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও সচিব
(জ)	ডিএনসিসি এলাকা থেকে সকল অবৈধ ম্যানুয়াল বিলবোর্ড অপসারণ করতে হবে। প্রধান প্রধান সড়কে রিকশা চলাচল করতে পারবেনা।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
(ঝ)	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেটের আওতায় সড়ক, ফুটপাত ও সারফেস ড্রেন ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদিত হয়।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।
(ঞ)	ডিএনসিসি এর সকল অঞ্চলে সরাসরি ব্যাংকে রাজস্ব অর্থ জমা করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে মধুমতি ব্যাংকের প্রস্তাব আইন বিভাগের মতামত সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা।
(ট) বিবিধ (১)	আদর্শ কর তফসিল ২০১৫ অনুসারে হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে আগামী কর্পোরেশন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/১১/২০১৫খ্রিঃ
আনিসুল হক
মেয়র
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ- ১৭/১১/২০১৫ খ্রি:

স্মারক নং- ৪৬.২০৭.০০৬.০৬.০০.২৪৬৮.২০১৫-১৪১৯

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-............./সংরক্ষিত আসন নং.................।
২) বিভাগীয় প্রধান...।
৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল..............................।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

৭/১২/২০১৫
(মোঃ নজীরুল ইসলাম)
সচিব(উপসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন